নন্দিনী-মা

আনন্দময়ী মা "আবিঃ"—স্বয়ংপ্রকাশ। সূর্য্যোদয়ের পর দেশলাই দরকার হয় না, সূর্য্যকে দেখবার জন্য। সূর্য্যকিরণেরই মতন মায়ের করুণা জীবের প্রতি অজস্র ধারায় বর্ষিত হচ্ছে। অনুভবে-ই তার প্রমাণ।

মায়ের কল্যাণ-স্পর্শের কাব্য-স্ফুরণ "নন্দিনী-মা"। স্বরলিপি রচনা করেছেন সঙ্গীতরত্নাকর শ্রীযুক্ত রত্নেশ্বর মুখোপাধ্যায়।

"নন্দিনী-মা"—পরিচয়-প্রসঙ্গে মায়ের রচিত একটি ভজন এবং অনুপম কয়েকটি বাণী প্রকাশিত হ'ল। যথাযথ আস্বাদনে-ই প্রকাশের সার্থকতা।

এই পুস্তিকাসম্ভাব্য আয় শ্রীশ্রীআনন্দময়ী মায়ের প্রতিষ্ঠিত কাশী-আশ্রমের শ্রীশ্রীঅন্নপূর্ণা দেবীর সেবাকল্পে সমর্পিত হ'ল।

আনন্দময়ী আশ্রম
ভদৈনী
কাশী

মূল্য—আস্বাদন

শ্রীশ্রীঅন্নপূর্ণা দেবীর সেবাকল্পে আট আনা দান করুন।
এইটুকুই প্রকাশকের ভিক্ষা।

৬৩৩ | ৪৪ 2/89

"নন্দিনী-মা" পরিচয়

মায়ের স্পর্শে জনৈক সাধকের কাব্য-স্ফুরণ হয়েছিল। তাঁর প্রাণের যে-কথা ছন্দে ধ্বনিত হয়েছে, তা' প্রকাশিত হ'ল। একাধারে যিনি নন্দিনী এবং জননী তাঁর উদ্দেশ্যে তিনটি গান—ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গীতে মাতৃদর্শনের যেন ভিন্ন ভিন্ন ছবি।

মা এক; অথচ লীলাময়ী, ছলনাময়ী, রহস্যময়ী, বৈচিত্র্যময়ী। মা কখনও দামাল ছেলের মতন দুর্দ্দান্ত—অকারণে রাত দুপুরে বিছানা ছেড়ে আবদার ধরবে "অ দিদি, (অর্থাৎ গুরুপ্রিয়া দেবী) মাসের মধ্যে সব ক'টা রাত্তির-ই কি ঘুমিয়ে কাটাতে হবে?" আবার কখনও ঘণ্টার পর ঘণ্টা অটল, অচল, স্থির, নিস্পন্দ অবস্থায় ব'সে থাকবে—আপনাতে আপনি বিভোর। ভগবৎ বিষয়ে প্রশ্ন করলে কখনও বলবে "বাবা, তোমার এই ছোট মেয়েটাকে ল্যাখাপড়া শেখাওনি তো, ও-সব কথা কী জানি?" আবার এমন কথা-ও মা'র মুখ থেকে শোনা গেছে: "এই শরীরটার সাধন ভজন আসন মুদ্রা প্রাণায়াম সব-কিছু এমনি এমনি খেলার মতন হয়ে গেছে। ভগবান্‌কে ডাকা হয়েছিল—সে-ও যেন একটা খেয়াল; অভাববোধে ডাকা হয়নি।"

অভাববোধে ভগবান্‌কে ডাকা হয়নি—একথা কে বলতে পারে? মা'র কাছে ভগবানের অভাববোধ নেই কেন? অ-ভেদ ব'লে? এ-প্রশ্নের মীমাংসা কে করবে? নুনের পুতুল কি আর সমুদ্রের গভীরতা মাপতে পারে?

সম্প্রতি মা একটি ভজন রচনা করেছেন। তারই মধ্যে মা'র আত্ম-পরিচয় হয়তো ধরা পড়েছে—

"গুরুগোবিন্দ ব্রহ্ম নাম
মা দুর্গা শিব রাম।"

এর অর্থ কি এই ?—যিনি গুরু, তিনি-ই গোবিন্দ, তিনি-ই ব্রহ্ম, তিনি-ই দুর্গা, তিনি-ই শিব, তিনি-ই রাম এবং তিনি-ই মা !

এই অভেদ-পরিকল্পনা বুদ্ধিশক্তিসাপেক্ষ কিংবা বস্তুশক্তিসাপেক্ষ—সে-তত্ত্বের বিচার নিষ্প্রয়োজন। অধিকারভেদে যা'র কাছে যতোটুকু প্রকাশ, তার কাছে ততোটুকুই সত্য। কথাতে কথা-ই বাড়ে। মা বলেছেন "কথা" মানে "থাক"। অর্থাৎ কথাতে যারা রত, তারা কথাতেই পড়ে থাকে। মা 'যা', তা'। ব্যাস্। লেখা বা রেখা দিয়ে কে কবে মাকে বাঁধতে পেরেছে ? তথাপি ছবি ও গানের সার্থকতা আছে—ভক্তের দিক্ থেকে। হয়তো মা'র দিক্ থেকেও ; কারণ এ-ও তো একটা খেলা। খেলার খেয়াল মায়ের যে অফুরন্ত। তা' ছাড়া মা স্বীকার করেছেন—দায় তো মা'রই।

মা'র এই প্রতিশ্রুতি সন্তানের অমূল্য সম্পদ্—কিন্তু ভুল বুঝলে সর্ব্বনাশ। কৃপার দোহাই দিয়ে কর্ত্তব্য অবহেলা করলে চলবে না। পুরুষকার চাই। মা বলেছেন, "কৃপা মানে—করো, পাও ; অর্থাৎ করলেই পাবে" এবং "পুরুষকার মানে পরমপুরুষের সঙ্গে যুক্ত হবার চেষ্টা।" অহঙ্কার কাঁচা আমি ; পুরুষকার পাকা আমি। আন্তরিকভাবে পুরুষকার অবলম্বন করলে কৃপা আপনি এসে পড়বে। গল্পচ্ছলে মা তো ব'লেই রেখেছেন :—"তোমার কাম তুমি করো, আমার কাম আমি করি।" মা'র "কাম" (অর্থাৎ কাজ) কোন্ আধারে কেমন ভাবে খেলা করে, সব সময়ে তা' বোঝা যায় না। বুঝতে পারে সে-ই, যে নিজের বুদ্ধির উপর নির্ভর না ক'রে, মার হাতে সব ছেড়ে দেয় নিরাশ্রয়ের মতন।

মা'র কৃপা পায় কে ? চায় যে। পায় কতটুকু ? নিতে জানে যতটুকু। বার বার মা জগতের কাছে মর্ম্মান্তিক দুঃখ জানিয়েছে—সন্তানগণ মাকে চাইতে জানে না। "আমি যত ভালবাসি তোরা যে তার এক কণাও আমায় ভালবাসিস্ না, তা তোরা বুঝিস্ না।"—এইখানেই মা'র ব্যথ !

মা'র স্নেহের সীমা নেই, ক্ষমার শেষ নেই, ধৈর্য্যের তুলনা নেই। আবার সাধকের আধার এবং প্রয়োজন বুঝে কখনও কখনও মায়ের রূপ

যেন রুদ্রচণ্ডী, পাষাণী। মায়ের ভৎর্সনা পরম সৌভাগ্যসাপেক্ষ। বহিরঙ্গ ভক্তরা মার কাছ থেকে শুধু আদর-ই পায়—অন্তরঙ্গ-রা পায় চাবুকও। সে-চাবুক এনে দেয় অমৃতের সন্ধান। সহ্য করা শক্ত; সহ্য করতে পারলে আর কথা নাই।

মাকে পাবার অনন্ত পথ আছে। সঙ্গীত তার মধ্যে অন্যতম। "নন্দিনী-মা"-র গান তিনটি মাতৃ-স্মৃতি জাগিয়ে তোলে—এই তার পরম সার্থকতা। "মাতৃ-কথাই কথা, আর সব বৃথা, ব্যথা"। প্রথম গানটিতে রয়েছে মায়ের "শরীরটা"-র সাধারণ পরিচয়—পিতা, মাতা, গ্রাম, স্বামী, অন্যতম ভক্ত ও প্রতিষ্ঠিত আশ্রমের উল্লেখ। মায়ের

"দর্শনে বর্দ্ধন প্রেম ক্ষুধা
স্পর্শনে চন্দন-সিঞ্চনতা
ভৎর্সনে বর্ষণ চন্দ্রসুধা
সংসার বন্ধন মুক্তিপ্রদা।"

এই গানটিতে মাতৃ-তত্ত্বের পূর্ণপরিচয়েরও ইঙ্গিত রয়েছে—"সম্বিৎ-সন্ধিনী-হ্লাদিনী মা"। কিন্তু সেই মা নির্ব্যক্তিক, বড়ো দূরে, বাক্য ও মনের অগোচরে। এ-পরিচয় তত্ত্বের পরিচয়। এমন মাকে নিয়ে ঘর করা চলে না। তাই মা এলেন নন্দিনীরূপিণী, তাঁর প্রাণ-হরা হাসি নিয়ে। তাঁর কণ্ঠের সঙ্গীত, অঙ্গের কান্তি, তাঁর "কুন্তলকৌমুদী কৃষ্ণচূড়া" সাধকের হৃদিকন্দরে স্পন্দন সৃষ্টি করল, তার অন্তরে জাগল মায়ের মন্তর। মা বলেছেন "মন্তর" মানে "মন, তোর"। কতো বড়ো আশার বাণী! এর তাৎপর্য্য এই:—"আমার প্রতি মন দে, আমি তোর হবো।" ভরসা পেয়ে ছেলে বল্‌ল "বন্দিনী ভক্তের মন্দিরে মা"। এ-পরিচয় রসের পরিচয়। এরই উৎকর্ষ—

"হস্তমুৎক্ষিপ্য যাতোঽসি বলাৎ কৃষ্ণ কিমদ্ভুতং
হৃদয়াৎ যদি নির্যাসি পৌরুষং গণয়ামি তে।"

তৃতীয় গান—"পায়ের ধূলো পরাণ খুলে দিস্‌নে কেন বল্‌
কৃপাময়ী কৃপণ কেন দিতে চরণ তল?"

—এ যেন দুরন্ত বালকের দৌরাত্ম্য। এ-গানের মধ্যে স্তুতি নেই, মিনতি নেই। আছে অভিযোগ আর দাবী। চরণ স্পর্শ করা নিষেধ এই অভিমানে কবি নিঃসঙ্কোচে, স্পষ্টভাষায় মাকে জানিয়ে দিয়েছেন—

"সৃষ্টিছাড়া খেয়াল হেন পায় না শোভা মা'র।
মায়ের-পায়ের-পরশ-পূজা ছেলের অধিকার"

—বড়ো খাঁটি কথা। মায়ের ভক্ত-সম্প্রদায়ের মনের গোপন ব্যথা যেন রঙিন হ'য়ে ফুটে উঠেছে এই স্পর্দ্ধাসূচক উক্তির মধ্যে।

গান তিনটির সুর ও স্বরলিপির প্রেরণা মা দিয়েছেন এই অধমকে। এই গীতাঞ্জলি সার্থক হবে সাধকের নয়ন সলিলে। তবে-ই "ফুটবে শতদল"।

মা বলেছেন মা আমাদের মেয়ে, আমরা মায়ের ইষ্ট। ইষ্টগোষ্ঠী-র করকমলে "নন্দিনী-মা" উৎসর্গ করা হ'ল—যেন গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজা।

১১জি, টালিগঞ্জ লেন,
কলিকাতা

শ্রীরত্নেশ্বর মুখোপাধ্যায়

মোক্ষদাসুন্দরী নন্দিনী মা
বিপিনবিহারী কন্যকা মা
ত্রিপুরাবাসিনী নির্ম্মলা মা
রমণীমোহনদ্বিতীয়া মা

জ্যোতিষ-গুরুপ্রিয়া-কীর্ত্তিতা মা
ত্রয়োদশ আশ্রমস্থাপিকা মা
সদ্‌গুরুসন্ধানদায়িনী মা
ইষ্টগোষ্ঠীপালিনী মা

(তব) দর্শনে বর্দ্ধন প্রেমক্ষুধা
স্পর্শনে চন্দন-সিঞ্চনতা
ভৎর্সনে বর্ষণ চন্দ্রসুধা
সংসার-বন্ধন-মুক্তিপ্রদা

বন্দিতা ভক্তের নন্দিনী মা
শান্তি সুধারস দায়িনী মা
সম্বিৎ সন্ধিনী হ্লাদিনী মা
আনন্দময়ী তুই নন্দিনী মা

সুর—ভৈরবী তাল—কাহারবা

সা সা সা সা	ণ্ সা দ্ া ণ্	সা জ্ঞা জ্ঞা রা	জ্ঞা
মো ওক্ খ দা	সু গুন্ দ রী	ন অন্ দি নী	মা — — —
সা ঋা সা সা	সা ঋা মা মা	জ্ঞরা জ্ঞা সা ঋা	সা — — —
বি পি ন বি	হা — রী ই	ক অন্ন্য কা	মা — — —
সা পা পা পা	পা — — —	পদা ণা পা দা	মা — — —
ত্রি পু রা আ	বা — সি নী	নি ইর্ ম লা	মা — — —
জ্ঞা মা মা মা	জ্ঞা মা পা মা	রা জ্ঞা সা ঋা	সা — — —
র ম ণী ই	মো ও হ ন	দ্বি তী য়া —	মা — — —
জ্ঞা মা মা মা	ণা দা দা ণা	ণা র্সা র্সা ণা	র্সা — — —
জ্যো ও তি ষ	গু রু প্রি য়া	কী ইর তি তা	মা — — —
দা ঋা ঋা ঋা	র্সা ঋা ণা র্সা	দা ণা র্সা ঋা	র্সা — — —
ত্র য়ো দ শ	আ আস্ র ম	স্থা আ পি কা	মা — — —
দা র্সা র্সা র্সা	র্সা র্সা ঋা র্সা	ণধা ণা পা দা	পা — — —
স অৎ গু রু	স অন্ ধা ন	দা আ য়ি নী	মা — — —
জ্ঞা মা মা মা	জ্ঞা মা পা মা	জ্ঞরা জ্ঞা সা ঋা	সা — — —
ই ইষ্ ট আ	গো অষ্ঠী ই	পা আ লি নী	মা — — —
সা সা সা সা	ণ্ সা দ্ া ণ্	সা জ্ঞা জ্ঞা রা	জ্ঞা — — —
দ অর শ নে	ব অর ধ ন	প্রে এ ম স্	ধা — — —

সা ঋা সা সা	সা ঋা মা মা	জ্ঞরা জ্ঞা সা ঋা	সা — — —
স্প অর শ নে	চ অন্ দ ন	সি ইন্ চ ন	তা — — —
সা পা পা পা	পা — — —	ণধা ণা পা দা	মা — — —
ভ অর্ৎ স নে	ব অর ষ ণ	চ অন্ দ্র সু	ধা — — —
জ্ঞা মা মা মা	জ্ঞা মা পা মা	জ্ঞরা জ্ঞা সা ঋা	সা — — —
স অং সা র	ব অন্ ধ ন	মু উক্ তি প্র	দা — — —
জ্ঞা মা মা মা	ণা দা দা ণা	ণা র্সা র্সা ণা	র্সা — — —
ব অন দি তা	ভ অক তে র	ন অন দি নি	মা — — —
দা র্ঋা র্ঋা র্ঋা	র্সা র্ঋা ণা র্সা	দা ণা র্সা র্ঋা	র্সা — — —
শা ন্ তি সু	ধা আ র স	দা আ য়ি নী	মা — — —
পা র্সা র্সা র্সা	র্সা র্সা র্ঋা র্সা	ণধা ণা পা দা	পা (জ্ঞা —
স অম্ বি ইৎ	স অন্ ধি নী	হ্লা আ দি নী	মা (আ আ)
জ্ঞা মা মা মা	জ্ঞা মা পা মা	জ্ঞরা জ্ঞা সা ঋা	সা — — —
ন অন্ দ অ	ম য়ী তু ই	ন অন্ দি নী	মা — — —

বুকভরা হসি তোর
মুখভরা মা
প্রাণ-হরা হাসি তোর
ভালবাসি মা।

কণ্ঠের সঙ্গীতে বিশ্ববীণা
অঙ্গের কান্তিতে দিব্য বিভা
কুন্তল কৌমুদী কৃষ্ণচূড়া
বন্দিতা ভক্তের নন্দিনী মা।

অন্তর জাগে তোর
মন্তরে মা
স্পন্দন লাগে হৃদি-
কন্দরে মা।

চুম্বক টানে যেন আঁখি তারা
উন্মনা করে মন বাণী-হারা
বন্ধন মুক্তির নিত্য লীলা
বন্দিনী ভক্তের মন্দিরে মা॥

সুর—পিলু মিশ্র, তাল—কাহারবা

জ্ঞা জ্ঞা জ্ঞা সা	জ্ঞা মা পা পা	জ্ঞা রা সা ন্া	সা — — —
বু ভ ভ রা	হা সি তো র	মু খ ভ রা	মা — — —
পা — পা মা	পা ধা ণা র্সা	ণা ধা পা দা	পা — — —
প্রা ণ হ রা	হা সি তো র	ভা ল বা সি	মা — — —
পা — পা পা	মা পা জ্ঞা মা	পা না নর্সা ধনা	র্সা — — —
ক — ণ্ঠে র	স — ঙ্গী তে	বি — শ্ব বী	ণা — — —

পা র্রা র্রা র্রা | র্সর্রা র্জ্ঞা র্রা র্সা | ণা ধা পা পধা | ণা — — —
অ ং গে র | কা ন্ তি তে | দি — ব্য বি | ভা — — —

র্সা র্সা র্সা র্রা | ণা ণা ণা ধপা | পা ধা ধা মা | পা — — —
কু ন্ ত ল | কো উ মু দী | কৃ ষ ণ চূ | ড়া — — —

জ্ঞা জ্ঞা জ্ঞা সা | জ্ঞা মা পা পা | জ্ঞা রা সা ন্া | সা — — —
ব ন্ দি তা | ভ ক্ তে র | ন ন্ দি নী | মা — — —

সা রা মা পা | ধা ধা ধণা ণধা | পা মা পা ধা | মা — — —
অ ন্ ত র | জা গে তো র | ম ন্ ত রে | মা — — —

রা মা মা মা | রা মা পদা পা | জ্ঞা জ্ঞা রা জ্ঞা | রজ্ঞা মা সা সা
স্প ন্ দ ন | লা গে হ্ব দি | ক ন দ রে | মা — — —

পা — পা পা | মা পা জ্ঞা মা | পা না নর্সা ধনা | র্সা — — —
চু ম ব ক | টা নে তো র | আঁ — খি তা | রা — — —

পা র্রা র্রা র্রা | র্সর্রা র্জ্ঞা র্রা র্সা | ণা ধা পা পধা | ণা — — —
উ ন ম ন | ক রে ম ন | বা — ণী হা | রা — — —

র্সা — — র্রা | ণা ণা ণা ধপা | পা ধা ধা মা | পা — — —
ব ন ধ ন | মু ক তি র | নি — ত্য লী | লা — — —

জ্ঞা জ্ঞা জ্ঞা সা | জ্ঞা মা পা পা | জ্ঞা রা সা ন্া | সা — — —
ব ন্ দি নী | ভ ক তে র | ম ন দি রে | মা — — —

পায়ের ধূলো পরাণ খুলে
দিস্‌না কেন বল ?
কৃপাময়ী কৃপণ কেন
দিতে চরণ তল ?

পাপ যদি মা ক'রেই থাকি
তাই ব'লে কি দিবি ফাঁকি ?
বসন দিয়ে রাখবি ঢাকি
চরণ শ্রীকমল ?

সৃষ্টিছাড়া খেয়াল হেন
পায় না শোভা মা'র
মায়ের পায়ের পরশ পূজা
ছেলের অধিকার

নিদ্রিতা যে কুণ্ডলিনী
চায় সে তোমার পরশ-মণি
স্পর্শ করো মা-নন্দিনী
ফুটবে শতদল।

সুর—ভৈরবী মিশ্র তাল—দাদ্‌রা

+			০			+			০		
সা	মা	মা	মা	মা	মা	পা	মপদা	পমা	জ্ঞরা	জ্ঞা	জ্ঞা
পা	য়ে	র	ধূ	লো	—	প	রা	ণ	খু	লে	—

+			০			+			০		
সা	সা	ঋা	মজ্ঞা	রজ্ঞা	ঋা	সা	—	—	—	—	—
দি	স্‌	নে	কে	—	ন	ব	—	—	ল	—	—

\+ ০ + ০
সা পা — | পা দপা পা | মা পদণা ধণা | দা পা —
কৃ পা — | ম য়ী — | কৃ প ণ | কে ন —

\+ ০ + ০
জ্ঞা পা — | পা দা দা | পণা দপা মা | জ্ঞমা পমা —
দি তে — | চ র ণ | ত — — | — — ল

০ + ০
জ্ঞা জ্ঞা মা | ণদা দা ণা | ণা র্সা — | ঋা র্সা —
পা প য | দি মা — | ক রে ই | থা কি —

\+ ০ + ০
ণা ণা ণা | র্সা ঋা র্সঋা | ণর্সা দণর্সা ঋণর্স | দা পা —
ভা ই ব | লে কি — | দি বি — | ফাঁ কি —

\+ ০ + ০
দা জ্ঞঋা জ্ঞা | ঋা র্সা — | ণধা ণা পণা | দা পা —
ব স অন্ | দি য়ে — | রা খ বি | ঢা কি —

\+ ০ + ০
জ্ঞা পা পা | — পা দা | পণা দপা মা | জ্ঞমা পমা —
চ র অণ্ | — শ্রী ক | ম — — | — — ল

\+ ০ + ০
সা জ্ঞা জ্ঞা | রা জ্ঞা — | সা মা মা | মা মা —
সৃ — ষ্টি | ছা ড়া — | খে য়া ল | হে ন —

\+ ০ + ০
জ্ঞা মা মা | মপা জ্ঞমা পদা | মপা পা — | — — —
পা য় না | শো ভা — | মা — — | — — র

\+ ০ + ০
সা মা মা | মা মা জ্ঞা | জ্ঞা মদা ণর্সা | ধণা ণর্সা —
মা য়ে র | পা য়ে র | প র শ | পূ জা —

+		০		+		০	
র্সা	জ্ঞর্রা জ্ঞর্া	—	জ্ঞা	ঋা	সা	—	—
ছে	লে র	—	অ	ধি	কা	—	—

+		০		+		০	
জ্ঞা	জ্ঞা মা	দা	দা	ণা	ণা সা	র্সা	ঋা সা —
নি	— ত্রি	তা	যে	এ	কু ন	ড	লি নি —

+		০		+		০	
ণা	ণা ণা	র্সা	র্সা	ঋা	ণা র্সঋা	র্সা	দা পা —
চা	য় সে	তো	মা	র	প র	শ	ম ণি —

+		০		+		০	
পা	জ্ঞা —	র্রা	জ্ঞা	—	দা	জ্ঞর্রা জ্ঞা	ঋা সা —
স্প	অর শ	ক	র	অ	মা	ন অন্	দি নি —

+		০		+		০	
পা	— পণা	ধণা	পা	দা	পা	—	—
ফু	উট বে	এ	শ	ত	দ	—	—

+		০		+		০	
জ্ঞা	— জ্ঞরা	জ্ঞা	সা	ঋা	সা	—	—
ফু	উট বে	এ	শ	ত	দ	—	—

পরিশিষ্ট

শ্রীশ্রীমা বলেন,—

১। ছোট্ট ছেলে যে ভাবে স্কুলে যায় সেই ভাবে গুরুর কাছে যা'বে। পরমার্থের দিকে যতটা খালি হ'য়ে যাবে, ভগবান ততটাই ভ'রে দেবেন। সবটা তাঁকে দিলে তোমারও সবটা অন্তর-বাহির তিনি পূর্ণ ক'রে দেবেন।

২। জীবনে অনেক বুদ্ধির খেলা খেলেছিস্। হার জিত যা' হ'বার হ'য়ে গেছে। এখন নিরাশ্রয়ের মতো তাঁর পানে চেয়ে, তাঁ'রি কোলে ঝাঁপিয়ে পড়্ দেখি। তোর আর কোনো ভাবনাই ভাবতে হবে না।

৩। জীবের দেহের দিকে লক্ষ্য না রেখে, আত্মার দিকেই লক্ষ্য রেখে জীব-সেবা কর্‌বি; তা' হ'লে প্রত্যক্ষ দেখতে পাবি, সেবা, সেব্য ও সেবক তাঁ'রি ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশমাত্র।

৪। আমি তোদের ভালবাসি ব'লেই তো তোরা ভালবাসিস্; আমি যতো ভালবাসি, তোরা যে তার এক কণাও আমায় ভালবাসিস্ না, তা' তো তোরা বুঝিস্ না।

৫। ভোগমাত্রেই খাদ্য। এ কারণে হুশিয়ার থাক্‌বি, খাদ্য যেন তোদের না খায়। তোরা সর্ব্বদা খাদ্যকে আত্মাধীন রাখার চেষ্টা করবি।

৬। আমার কথা বিশ্বাস কর,—নাম জপ করো, নিশ্চয়ই ফল পাবে।

৭। শুভকর্ম্ম কর্‌তে কর্‌তে অশুভ সংস্কারগুলি জ্বলে ভস্ম হ'য়ে যায়; শুভ সংস্কার বাড়্‌তে থাকে। ক্রমে তা'রাও লোপ পায়। যেমন কাঠ থেকে আগুন জ্বলে ওঠে, সেই আগুনেই কাঠ ভস্ম হ'য়ে যায়; শেষে অগ্নিও নির্ব্বাপিত হয়।

৮। প্রতিদিন নির্দ্দিষ্ট সময়ে ভগবানের নিকট এই প্রার্থনা করবে,—'হে অন্তর্যামী দেবতা, প্রতি জীবের হৃদয়ে তোমার দিকে যৎকিঞ্চিৎ ভক্তি ও অনুরাগ জাগিয়ে দাও! সংসারের চিন্তায় বিক্ষিপ্ত মন, বুদ্ধি, চিত্ত, অহঙ্কারকে ডেকে বলিও, 'দেখ, তোমাদের যে প্রভু, এখন তাঁর নিকট

যাচ্ছি—আমাকে তোমরা পথ ছেড়ে দাও' এই ব'লে নিশ্চল মনে আসনে বস্‌বে।

৯। মনকে খেলা দিও যত পারো—সকল সময়ে। তাঁকে নিয়ে খেলাধূলা। তাঁর রূপ নিয়ে হোক, গুণ নিয়ে হোক, তাঁর বাণী, তাঁর নাম, তাঁর মহিমা নিয়ে হোক, যত বেশী সময় দিতে পার—এই খেলায় মত্ত থাকার চেষ্টা কর্‌বে। 'হচ্ছে না, হ'ল না, হবে না'—এ ভাবের বশে গা-ঢালা দিয়ে থেকো না। সর্ব্বদা স্মরণ রেখো—'হচ্ছে না' যে এই ভাব —সে তো কেবল আমারি ত্রুটি। ,আমাকে' জয় কর্‌তে হ'লে 'আমি' দিয়ে 'আমাকে' জয় করতে হবে। 'আমির' উপর জোর দেবে। 'আমি ডাকবো তাঁকে, খেলবো 'আমি' তাঁর সাথে, তাঁকে পূজা করবো 'আমিই'।

১০। মালিকের সঙ্গে সব সময় যোগ রাখতে চেষ্টা করো। শিশু ঘুমিয়ে প'ড়ে রয়েছে, আর মা বাপের সে দিকে কোনো খোঁজ নেই—এ কখনো হয় না। যেখানেই থাকো, ঘরে হোক, আফিসে হোক ভগবানকে স্মরণ করতে পারো। বনে জঙ্গলে যাবার কোনো প্রয়োজন নেই।

১১। ভগবানের সঙ্গে তোমার সম্বন্ধ রয়েছেই। যদি সেটা বুঝ্‌তে না পারো, তুমি তাঁর সাথে একটি সম্বন্ধ পাতাও; তাঁকে পিতা বানাও, মাতা বানাও, পুত্র বানাও,—যা' তোমার ইচ্ছা। এ থেকেই সুখ পাবে। তাঁকে ছাড়া তো জগতে কিছুই নেই।

১২। একটি শূন্য ঘরে দাঁড়িয়ে শব্দ করো, তোমার শব্দের প্রতিধ্বনি জাগ্‌বে। তেমনি মনকে যতো শূন্য ক'রে তুল্‌তে পারো, তোমার স্বরূপ আপনি ফুটে উঠবে। যার যে ভাবে ভাল লাগে তাঁকে ডাকো, তাঁর মহিমার কথা ভাবো—তাঁর ভাবের মধ্যে তোমার সকল কামনা ডুবিয়ে দাও, তিনি আপন স্বরূপে দেখা দেবেন।

ওঁ শ্রীশ্রীমা আনন্দময়্যৈ নমঃ।

৺ভাইজী-কৃত মাতৃ-বন্দনাষ্টক।

১। জয় হৃদয়বাসিনী শুদ্ধা সনাতনী শ্রীআনন্দময়ী মা,
ভুবন উজলা, জননী নির্ম্মলা, পূণ্য বিস্তারিণী মা।

২। রাজরাজেশ্বরী, স্বাহা, স্বধা, গৌরী প্রণব-রূপিণী মা,
সৌম্যাসৌম্যতরা, সত্যামনোহরা, পূর্ণপরাৎপরা মা।

৩। রবিশশিকুণ্ডলা, মহাব্যোমকুন্তলা, বিশ্বরূপিণী মা,
ঐশ্বর্য্যভাতিমা, মাধুর্য্যপ্রতিমা, মহিমামণ্ডিতা মা।

৪। রমা মনোরমা, শান্তি শান্তা ক্ষমা, সর্ব্বদেবময়ী মা,
সুখদা, বরদা, ভকতি-জ্ঞানদা, কৈবল্যদায়িণী মা।

৫। বিশ্ব-প্রসবিনী, বিশ্ব-পালিনী, বিশ্ব-সংহারিণী মা,
ভক্তপ্রাণ-রূপা, মূর্ত্তিমতি-কৃপা, ত্রিলোকতারিণী মা।

৬। কার্য্যকারণভূতা, ভেদাভেদাতীতা, পরমদেবতা মা,
বিদ্যাবিনোদিনী, যোগীজনরঞ্জিনী, ভবভয়ভঞ্জিনী মা।

৭। মন্ত্রবীজাত্মিকা, বেদপ্রকাশিকা, নিখিলব্যাপিকা মা,
সগুণা-সরূপা, নির্গুণা নিরূপা, মহাভাবময়ি মা।

৮। মুগ্ধ চরাচর গাহে নিরন্তর তব নাম-মধুরিমা,
(মোরা) মিলি প্রাণে প্রাণে প্রণমি চরণে জয়, জয়, জয়, মা।

ভজ মা, মা, মা, মা, মা, মা, মা।
জপ মা, মা, মা, মা, মা, মা, মা॥

मोक्षदासुन्दरी नन्दिनी मा

विपिनविहारी कन्यका मा

त्रिपुरावासिनी निर्म्मला मा

रमणीमोहनद्वितीया मा

ज्योतिष-गुरुप्रिया-कीर्त्तिता मा

त्रयोदश आश्रमस्थापिका मा

सद्गुरुसन्धानदायिनी मा

इष्टगोष्ठीपालिनी मा

(तव) दर्शने वर्द्धन प्रेमक्षुधा

स्पर्शने चन्दन-सिञ्चनता

भर्त्सने वर्षण चन्द्रसुधा

संसार-वन्धन-मुक्तिप्रदा

वन्दिता भक्तेर नन्दिनी मा

शान्ति सुधारस दायिनी मा

सम्वित् सन्धिनी ह्लादिनी मा

आनन्दमयी तुइ नन्दिनी मा

वुकभरा हासि तोर
मुखभरा मा
प्राण-हरा हासि तोर
भालवासि मा ।

कण्ठेर सङ्गीते विश्ववीणा
अङ्गेर कान्तिते दिव्य विभा
कुन्तल कौमुदी कृष्णचूडा
वन्दिता भक्तेर नन्दिनी मा ।

अन्तर जागे तोर
मन्तरे मा
स्पन्दन लागे हृदि-
कन्दरे मा ।

चुम्बक टाने येन आँखि तारा
उन्मना करे मन वाणी-हारा
वन्धन मुक्तिर नित्य लीला
वन्दिनी भक्तेर मन्दिरे मा ॥

पायेर धूलो पराण खुले
दिस्‌ना केन वल ?
कुपामयी कृपण केन
दिते चरण तल ?

पाप यदि मा क'रेइ थाकि
ताइ व'ले कि दिवि फाँकि ?
वसन दिये राखवि ढाकि
चरण श्रीकमल ?

सृष्टिछाडा खेयाल हेन
पाय ना शोभा मा'र
मायेर पायेर परश पूजा
छेलेर अधिकार

निद्रिता ये कुण्डलिनी
चाइ मा तोमार परश-मणि
स्पर्श करो मा-नन्दिनी
..... फटवे शतदल ।

ॐ श्रीश्रीमा आनन्दमय्यै नमः ।

৺भाइजी-कृत मातृ-वन्दनाष्टक ।

१ । जय हृदयवासिनी शुद्धा सनातनी श्रीआनन्दमयी मा,
भुवन उजला, जननी निर्म्मला, पूरय विस्तारिणी मा ।
२ । राजराजेश्वरी, स्वाहा, स्वधा, गौरी प्रणव-रूपिणी मा,
सौम्यासौम्यतरा, सत्यामनोहरा, पूर्णपरात्परा मा ।
३ । रविशशिकुण्डला, महाव्योमकुन्तला, विश्वरूपिणी मा,
ऐश्वर्य्यभातिमा, माधुर्य्यप्रतिमा, महिमामण्डिता मा ।
४ । रमा मनोरमा, शान्ति शान्ता क्षमा, सर्व्वदेवमयी मा,
सुखदा, वरदा, भकति-ज्ञानदा, कैवल्यदायिणी मा ।

५ । विश्व-प्रसविनी, विश्व-पालिनी, विश्व-संहारिणी मा,
भक्तप्राण-रूपा, मूर्त्तिमति-कृपा, त्रिलोकतारिणी मा ।
६ । कार्य्यकारणभूता, भेदाभेदातीता, परमदेवता मा,
विद्याविनोदिनी, योगीजनरञ्जिनी, भवभयभञ्जिनी मा ।
७ । मन्त्रबीजात्मिका, वेदप्रकाशिका, निखिलव्यापिका मा,
सगुणा-सरूपा, निर्गुणा निरूपा, महाभावमयि मा ।
८ । मुग्ध चराचर गाहे निरन्तर तव नाम-मधुरिमा,
(मोरा) मिलि प्राणे प्राणे प्रणमि चरणे जय, जय, जय, मा ।

भज मा, मा, मा, मा, मा, मा, मा ।
जप मा, मा, मा, मा, मा, मा, मा ॥

৯নং পঞ্চানন ঘোষ লেনস্থিত কলিকাতা ওরিয়েণ্টাল প্রেস লিঃ হইতে
শ্রীযোগেশচন্দ্র সরখেল কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।